যুগান্তর

তারিখ ... ২৬ FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

সিলেট এমসি কলেজে মঙ্গলবার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ চলাকালে অস্ত্র হাতে এক গ্রুপের ক্যাডারদের মহড়া

সিলেট এমসি কলেজ

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ১০

সিলেট ব্যুরো

সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয়। অনার্স প্রথম বর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় বলে জানা যায়। সংঘর্ষে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের ক্যাডাররা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসসহ টিলাগড় এলাকায় মহড়া দিলে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হলেও গুরুতর আহত একজনকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আধঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে জেলা ছাত্রলীগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত সভাপতি পঙ্কজ পুরকায়স্থ এবং জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক রণজিত সরকার গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ছিল এমসি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠান। নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে মিছিল করাকে কেন্দ্র করে জেলা ছাত্রলীগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত সভাপতি পঙ্কজ পুরকায়স্থ ও সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

সংঘর্ষ : রক্তক্ষয়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আওয়ামী লীগ নেতা রণজিত সরকারের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এসময় উভয় পক্ষ দা, রামদা, চাপাতি, হকিস্টিক, রড ও লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পঙ্কজ গ্রুপের নেতাকর্মীরা টিলাগড় পয়েন্টের গ্রুপ-২ হোটেলের সামনে রাখা ৫টি ও এমসি কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে ২টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। প্রায় আধাঘণ্টা সংঘর্ষের পর পঙ্কজ গ্রুপের নেতাকর্মীরা রণজিত গ্রুপকে টিলাগড় পয়েন্ট পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। পরে রণজিত গ্রুপের নেতাকর্মীরা পালিয়ে গেলে পঙ্কজের অনুসারীরা আবার ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। ক্যাম্পাসে প্রায় ১ ঘণ্টা অবস্থানের পর পঙ্কজ গ্রুপের নেতাকর্মীরা নির্বিঘ্নে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। সংঘর্ষের শুরু থেকে শাহপরান থানা পুলিশের ওসি নিয়াকত আলীর নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি পুলিশের দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তাদের নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ওসি নিয়াকত বলেন, একপক্ষ আরেক পক্ষকে হটিয়ে দিয়ে কলেজের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এর বাইরে ওসি কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি। কলেজের প্রভাষক প্রফেসর দীনেশ চন্দ্র সরকার বলেন, সংঘর্ষের শুরুতেই পুলিশকে জানানো হয়। সংঘর্ষ শুরু হলে ভয়ে কিছু ছাত্র চলে গেলেও অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটেনি।

এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবং ক্যাম্পাসে আগত নবীন ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এমসি কলেজে তাৎক্ষণিক এক মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রধান গেটে সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য দেন সিলেট মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক নজিউদ্দিন আলী চৌধুরী সুমন, ছাত্রদল নেতা আবু সালেহ শামীম, সাদিক শিকদার, নিজাম উদ্দিন, অর্পণ ঘোষ, সৌমিত্র সিনহা, এস রাজিবুর রহমান, [illegible]।